সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

বর্তমান অফিস: 'সুফিয়া কামাল ভবন' ১০/বি/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১১৯০৪, ৯৫৮২১৮২ ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯, ই-মেইল: info@mahilaparishad.org

কর্মে-অর্থনীতিতে নারীর সমঅধিকার
সমতাভিত্তিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

আন্তর্জাতিক নারীদিবসে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির ঘোষণা

৮ মার্চ ২০১৭, বিকাল ৩.০০টা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা

আজ ৮ই মার্চ ২০১৭, আন্তর্জাতিক নারীদিবস। আমরা বাংলাদেশের নারী আন্দোলন, বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন, উন্নয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মরণ করছি, ১৮৫৭ সালের এইদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের সেই বীরত্বগাথা, যারা মজুরি বৃদ্ধি ও শ্রম সময় ১৬ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। ১৯০৮ সালের একই দিনে কর্মঘণ্টা হ্রাস, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং ভোটাধিকারের দাবিতে নিউইয়র্ক শহরের নারীশ্রমিকেরা আন্দোলনে নামে। ১৯১০ সালে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেৎকিন-এর প্রস্তাবক্রমে ৮ মার্চকে 'নারীদিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে প্রথমবারের মতো ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে। এরপর থেকে জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি দেশে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।

আজ ২০১৭ এর ৮ মার্চ ২১ শতকে বিশ্ব পরিস্থিতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন অবস্থানে। নারীর ক্ষমতায়ন আজ সমগ্র বিশ্বে অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের ৫নং লক্ষ্য হচ্ছে নারীর সমতা। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আজ আমরা ৭০টি নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি এই দিবসটি পালন করছি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নারীসমাজসহ সমাজের সচেতন মহল এই দিনটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। এ বছর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটির প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে-"Women in the Changing World of Work :Planet 50-50 by 2030"। বাংলাদেশে বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বর্তমানে নারীর কার্যকর বিচরণ লক্ষণীয়। এদেশের সরকার প্রধান, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধী দলের নেতা, সংসদ নেতা, হুইপ, মন্ত্রী-এমপি, ঘোড় সওয়ার, বিমানচালক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাফল্যের সঙ্গে ভূমিকা রেখে চলেছেন নারীরা। হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছেন একাধিক নারী। ক্রিকেট, ফুটবল, ভারত্তোলন, সাঁতার সর্বত্রই নারীরা দক্ষতা প্রদর্শন করছে ও দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ বাংলাদেশের নারীদের উপস্থিতি সমানে সমান। গার্মেন্টস কারখানার লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিক ছাড়াও, কৃষিখাত, নির্মাণশ্রমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসে কাজ করে চলেছে হাজার নারী। এ ছাড়াও ট্যানারি, চাতাল, হোসিয়ারি শিল্প, চিংড়ি ঘের, ইটভাঙা, মাটিকাটা, যোগালি, চা বাগান, সিরামিক শিল্প, ঔষধশিল্পের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারী শ্রমিকেরা প্রতিনিয়ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এসব অর্জন ও সাফল্যের অগ্রযাত্রার গতি রোধ করতে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন টিকিয়ে রাখতে নারীবিরোধী শক্তিগুলো নানাভাবে তৎপর রয়েছে।

সংগ্রামী বন্ধুরা, আমরা লক্ষ করছি যে, ২০১৭ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে তাতে ধর্মীয় মৌলবাদী, নারী বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক ভাবধারাপুষ্ট বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্ররোচনায় সুকৌশলে পাঠ্যপুস্তককে সাম্প্রদায়িকীকরণের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মানসগঠনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার এবং শিক্ষার্থীরা নারীবিরোধী, মৌলবাদী, অসংবেদনশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অগণতান্ত্রিক মানুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ, সমাজনীতি থেকে অর্থনীতি, উন্নয়নের সর্বস্তরে নারীর অবদান ও ত্যাগ জাতির অগ্রগতির অন্যতম শক্তি। আজ বাংলাদেশ শত প্রতিকূলতার মাঝেও যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছে তার অন্যতম কারণ উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅংশগ্রহণ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে,আজও ঘরে-বাইরে নারীর অনেক অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি নেই। নারী একদিকে কর্মস্থলে নিরাপত্তাহীনতা, মজুরিবৈষম্য, মাতৃত্বকালীন ছুটি না পাওয়া, যথার্থ স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ ও নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা না পাওয়াসহ নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনার শিকার, অন্যদিকে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী একটি মহল নারীবিরোধী নানা অযৌক্তিক, অসাংবিধানিক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখে নারীর অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। নারীর অগ্রগতি তথা উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে স্থায়ী করতে প্রয়োজন আরও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, কর্মে, অর্থনীতিতে- নারীর সমঅধিকার।

আমরা গভীর লজ্জা, বিস্ময়, উদ্বেগ এবং তীব্র ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করলাম, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, জাতীয় সংসদে বিশেষ বিধান বহাল রেখেই বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ পাশ হয়েছে, যা শুধু এই দেশের নারী সমাজ ও শিশুদের জন্যই নয় সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সরকারের এ হেন সিদ্ধান্তে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি এই সমাবেশ থেকে গভীর উদ্বেগ, বিস্ময়, ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বিশেষ বিধানের সাথে আরও কতকগুলো নেতিবাচক বিষয় যোগ করে শেষ পর্যন্ত যে আইনটি পাশ হয়েছ তাতে শুধুমাত্র কন্যা শিশু নয়, নারীর ক্ষমতায়নের জন্যও একটি দুষ্ট চক্রের সূচনা হলো। বর্তমান নারী বান্ধব সরকারের এই ধরনের একটি পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এটি টেকসই উন্নয়নের ৫নং এবং ৮নং ধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হবে।

আজকের এই সমাবেশ থেকে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিশেষ বিধান বিষয়ে পুর্নবিবেচনা করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হচ্ছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের সুস্পষ্ট দাবি–

১. বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিশেষ বিধান বিষয়ে পুর্নবিবেচনা করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।
২. প্রাতিষ্ঠানিক- অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. পেশাজীবী নারীদের জন্য যানবাহন ও আবাসনের ব্যবস্থা ও শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র (ডে-কেয়ার সেন্টার) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।
৪. কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ঝুঁকিমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
৫. অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
৭. বৈদেশিক শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নারী শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে এবং শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে।
৮. কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি বন্ধে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।
৯. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬-এ কোনো রকম শর্ত বা বিশেষ বিধান ছাড়াই মেয়েশিশুর ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ রেখে আইনটি জাতীয় সংসদে পাশ করতে হবে।

১০. জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলোকে অনতিবিলম্বে বাতিল করে আগের টেক্সট ফিরিয়ে আনতে হবে। যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে না পারে সে বিষয়ে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. জাতিসংঘ ঘোষিত সিডও সনদের ২ ও ১৬-১(গ) ধারার সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

১২. নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন ও আইনের ধারা সংশোধন কিংবা বাতিল করতে হবে, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন–বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের উত্তারাধিকার, সম্পদে নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আইনের বৈষম্যগুলো দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. নারীর প্রতি নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমকে যুক্ত করার জন্য সরকারের সম্মিল্লিত উদ্যোগ গ্রহণ ও সুনির্দিষ্ট বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৪. নীতি নির্ধারণী সকল পর্যায়ে নারীর সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. দেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ও প্রশাসনকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে–

১। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
২। আইন ও সালিশ কেন্দ্র
৩। স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
৪। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
৫। ব্র্যাক
৬। উইমেন ফর উইমেন
৭। কেয়ার বাংলাদেশ
৮। কর্মজীবী নারী
৯। জাতীয় শ্রমিক জোট
১০। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড
১১। আইইডি
১২। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
১৩। নিজেরা করি
১৪। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
১৫। ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ
১৬। পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন
১৭। অক্সফাম জিবি
১৮। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ
১৯। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
২০। আওয়াজ ফাউন্ডেশন
২১। প্রিপ ট্রাষ্ট
২২। এডিডি বাংলাদেশ
২৩। ওয়ার্ল্ড ভিশন
২৪। গণসাক্ষরতা অভিযান
২৫। নাগরিক উদ্যোগ
৩৬। ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৩৭। ইক্যুয়িটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ
৩৮। বিডিপিসি
৩৯। যুক্ত
৪০। বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র
৪১। নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
৪২। জাতীয় নারী শ্রমিক জোট
৪৩। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন
৪৪। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
৪৫। জাতীয় নারী জোট
৪৬। শক্তি ফাউন্ডেশন
৪৭। বিপিডব্লিউ ক্লাব
৪৮। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী
৪৯। এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন
৫০। নারী মুক্তি সংসদ
৫১। সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৫২। ডিআরআরএ
৫৩। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম
৫৪। হিল উইমেন্স ফেডারেশন
৫৫। প্রশিকা
৫৬। আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
৫৭। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
৫৮। বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন
৫৯। সরেপটেমিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাব, ঢাকা

২৬। ঢাকা ডেভেলপমেন্ট ফোরাম	৬০। আর ডি আর এস
২৭। প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ	৬১। বিল্‌স
২৮। সারি	৬২। এডাব
২৯। বাউশি	৬৩। এসডিএস জয়পুরহাট
৩০। পাক্ষিক অনন্যা	৬৪। এফপিএবি
৩১। এসিডি রাজশাহী	৬৫। ওয়াই ডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ
৩২। ব্রতী	৬৬। দলিত নারী ফোরাম
৩৩। নারী মৈত্রী	৬৭। দীপ্ত ফাউন্ডেশন
৩৪। প্রদীপ	৬৮। অপরাজেয় বাংলাদেশ
৩৫। পেশাজীবী নারীসমাজ	৬৯। ব্লাষ্ট
	৭০। টার্নিং পয়েন্ট